



147140 - যবে নারীর মাথায় সাজগোজরে ফতি ও কাপড় রয়েছে সে ওয়ু করার সময় কভিবে মাথা মাসহে করবে?

প্রশ্ন

চুলরে উপরে সাজ হিসেবে যা কিছু পরা হয়; যমেন- কাপড়, প্লাস্টিকরে জনিসি, লোহার জনিসি এবং যটো দিয়ে চুল বাঁধা হয় সটো বশেই হোক বা কম হোক— এগুলোর ওপর মাসহে করা কি জায়যে? প্রত্যকে অংশরে চুল আলাদাভাবে বাঁধা কি জায়যে (চুলরে আগা থকে গোড়া পর্যন্ত জড়ো করে একটা লোহার জনিসি দিয়ে সটোকে বাঁধা) কথিবা অনকেগুলো বনৌ করা; এরপর সগুলোর ওপর মাসহে করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ওয়ুর ফরয হচ্ছে মাথা মাসহে করা। আল্লাহর বাণীর দললিরে কারণে: “হে মুমনিগণ! যখন তোমরা সালাতরে জন্য দাঁড়াতে চাও তখন তোমরা তোমাদরে মুখমণ্ডল ও হাতগুলো কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও, তোমাদরে মাথা মাসহে কর এবং পায়রে টাখনু পর্যন্ত ধৌত কর।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৬]

আলমেগণ মাসহে করার অংশ কতটুকু এ নিয়ে মতভদে করছেন। গটো মাথা মাসহে করতে হবে; নাকি অংশ বশিষে মাসহে করলে চলবে? ইমাম মালকে ও আহমাদরে অভমিত হচ্ছে গটো মাথা মাসহে করতে হবে। এটাই অগ্রগণ্য অভমিত।

ওয়ুতে মাথা মাসহে করার দুটো পদ্ধতি উদ্ভূত হয়েছে:

১। হাত ভজানোর পর সেই হাত মাথার অগ্রভাগে রাখা; অতঃপর মাথার পছনে পর্যন্ত মাসহে করা। এরপর হাতদ্বয়কে মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনরায় ফরিয়িে নয়ো।

২। গটো মাথা মাসহে করা; তবে চুল যহে দকিে ভাঁজ হয়ে আছে সেই দকিে ববিচেনা করে। যাতে করে চুলরে পজশিন পরবির্তন না হয়।

যার চুল লম্বা (পুরুষ বা নারী) তার জন্য এই পদ্ধতিটি উপযুক্ত; যাতে করে হাতদ্বয় ফরিয়িে নতিে গয়িে তার চুল এলোমলেো



হয়ে না যায়।

রুবাই বনিত মুআওয়যি বনি আফরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাসায় ওযু করলেন; তখন তিনি মাথার চূড়া থেকে গোটো মাথা মাসহে করলেন। মাথার প্রত্যকে দকি চুলরে অভমিখরে দকি মাসহে করলেন। চুলরে পজশিন নাড়ালনে না। [মুসনাদে আহমাদ (২৬৪৮৪) ও সুনানে আবু দাউদ (১২৮), আলবানী 'সহিহু আবু দাউদ গ্রন্থে হাদসিটকি সহিহ বলছেন]

হাদসিরে ভাষ্য: مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ (চুলরে চূড়া) দ্বারা উদ্দেশ্য চুলরে উপরে ভাগ। অর্থাৎ মাসহে শুরু করবে চুলরে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত।

আল-ইরাক্বী বলেন: অর্থ হচ্ছে — তিনি মাথার উপর থেকে মাসহে শুরু করে নীচ পর্যন্ত পট্টেতনে। এভাবে প্রত্যকে পার্শ্ববে আলাদাভাবে করতনে। [আওনুল মাবুদ থেকে সংকলিত ও সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা 'আল-মুগানী' গ্রন্থে (১/৮৭) বলেন: যদি হাত পুনরায় ফরিলে চুল এলোমলে হইয়ে যাওয়ার আশংকা করে তাহলে হাত ফরিবে না। এটি ইমাম আহমাদরে স্পষ্ট ভাষ্য। কারণ তাঁকে জিজ্ঞেসে করা হইয়েছিলি: যার চুল কাঁধ পর্যন্ত; সে কভিবে মাসহে করবে? তখন ইমাম আহমাদ তাঁর হাতদ্বয় মাথার সামনে থেকে পছেন একবার সঞ্চালন করলেন এবং বললেন: এভাবে করবে; যাত করে তার চুল বক্ষিপ্ত হইয়ে না পড়ে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি মাথার পছেন পর্যন্ত একবার মাসহে করবে; পুনরায় হাত ফরিয়ে নবে না। আহমাদ বলেন: আলী (রাঃ) এর হাদসি এভাবে এসছে। আর চাইলে মাসহে করতেও পারনে; যমেনটি 'রুবাই' এর হাদসি এসছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাসায় ওযু করছেন। তিনি তার গোটো মাথা মাসহে করছেন। চুলরে চূড়া থেকে প্রত্যকে পার্শ্ব; চুলরে অভমিখরে দকি। চুলরে পজশিন পরবিতন করনেন। [সুনানে আবু দাউদ] আহমাদকে জিজ্ঞেসে করা হইয়েছিলি: নারী কভিবে মাসহে করবেন? তিনি বললেন: এভাবে— তিনি তাঁর হাত মাথার মধ্যখানে রাখলেন। এরপর হাতকে সামনের দকি টেনে আনলেন। এরপর হাত উঠিয়ে পুনরায় আগরে জায়গায় রাখলেন। এরপর মাথার পছেনরে দকি হাতকে টেনে নলিনে। ওয়াজবি অংশটুকুর মাসহে সম্পূর্ণ করার পর যভোবই মাসহে করুক সটো জায়যে হবে। [সমাপ্ত]

দুই:

যদি নারীর মাথায় কোনে সাজগোজের জনিসি থাকে; যমেন ফতি, প্লাস্টিকি টুকরা ইত্যাদি তাহলে সগেলো খুলে ফলো জরুরী; যদি এসব জনিসি মাথার একটি অংশ জুড়ে থাকে। 'গোটো মাথা মাসহে করা ওয়াজবি' এই অভমিতরে উপর এই কথা নরিভরশীল।

আল-বাজী (রহঃ) বলেন:

“যদি কোনে নারী কোনে পশম বা ক্ত্রমি চুল যোগে করে চুল বাড়ানোর চেষ্টা করে সক্ষেত্রে ওগুলোর ওপর মাসহে করা



জায়গে হবো না। কেনো গুলোর কারণে পানিতার সকল চুলে পৌঁছবে না। বরং কিছু চুলে পৌঁছবে। এই অভিমত সব চুল মাসহে করা ওয়াজবি এর উপর নরিভরশীল।”[আল-মুনতাক্বা (১/৩৮) থেকে সমাপ্ত]

ইমাম আহমাদ (রহঃ) নারীর মাথা মাসহে করার ক্ষত্রে কিছুটা শথিলি অভিমত দয়িছেন। তিনি বলছেন: মাথার অগ্রভাগ মাসহে করবে।

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন: “মাথা মাসহে করার ব্যাপারে কোন মতভদে নই। আল্লাহ তাআলা তার বাণী: “তোমাদের মাথা মাসহে কর” এর মধ্যদে দ্বয়রথহীনভাবে তা উল্লখে করছেন। তবে কতটুকু অংশ মাসহে করা ওয়াজবি— এ ব্যাপারে মতভদে রয়ছে। ইমাম আহমাদ থেকে বরণতি হয়ছে যে, তিনি সব মানুষরে ক্ষত্রে গোটো মাথা মাসহে করার কথা বলছেন। এটি খরিকবীর ভাষ্যরে বাহ্যকি মরম এবং ইমাম মালকেরে মাযহাব।

আবার ইমাম আহমাদ থেকে মাথার কিছু অংশ মাসহে করলে চলবে— এমন অভিমতও বরণতি রয়ছে। কিছু অংশ মাসহে করার অভিমত আরও ব্যক্ত করছেন হাসান, ছাওরী, আওয়ামী, শাফয়ী ও কয়্যাসপন্থীরা। তবে ইমাম আহমাদ থেকে বরণতি অগ্রগণ্য অভিমত হচ্ছ: পুরুষরে ক্ষত্রে গোটো মাথা। আর নারীর ক্ষত্রে মাথার অগ্রভাগ মাসহে করাই যথেষ্ট।

খাল্লাল বলেন: আহমাদেরে মাযহাবরে আমল হচ্ছ— নারী তার মাথার অগ্রভাগ মাসহে করাই যথেষ্ট। মুহান্না বলেন, আহমাদ বলছেন: আমি আশা করি নারীর মাথা মাসহেরে বিষয়টি সহজতর। আমি তাঁকে বললাম: কেনে? তিনি বললেন: আয়শো (রাঃ) মাথার অগ্রভাগ মাসহে করতনে।”[আল-মুগনী (১/৮৬) থেকে সমাপ্ত]

এই অভিমতরে ভিত্তিতে যদি এ সকল জনিসি তার মাথায় থেকে যায় তাহলে কোন অসুবধি নই। কনিতু যদি সংখ্যায় বশেই হয় তাহলে খুলে ফলো উত্তম।

তনি:

নারীর জন্য মাথার চুল বাঁধা কথিবা বনৌ করতলে কোন অসুবধি নই এবং ওয়ুর ক্ষত্রে এগুলোর উপরই তিনি মাসহে করবেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে ‘নারীর বাঁধা চুলরে উপর মাসহে করার হুকুম সম্পর্কে’ জিজ্ঞেসে করা হয়ছিলি। জবাবে তিনি বলেন: “নারীর জন্য তার মাথার উপর মাসহে করা জায়গে; তার চুল বাঁধা থাকুক কথিবা ছাড়া থাকুক। তবে নারী তার মাথার চুল মাথার উপররে অংশে উটরে কুঁজরে মত করে বাঁধবে না। কেনো এতলে করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এই উক্তরি অধীনে পড়ে যাওয়ার আশংকা করছ: “এমন নারী যারা পটোশাক পরা সত্বেও উলঙ্গ। তাদের মাথা উটরে বাঁকা কুঁজরে মত। তারা জান্নাতলে প্রবশে করবে না। জান্নাতলে ঘ্রাণও পাবে না।”[ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১১/১৫২) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।